৪৩০
তারিখ 27 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৭
দৈনিক সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েট-মেডিক্যাল

ছাত্রছাত্রীরা প্রতিকূল পরিবেশে পড়াশোনা করছে

।। মোনাজাতউদ্দিন/ আনোয়ার সাদাত ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ ভুগছে আবাসিক সমস্যা সংকটে, খাবারের মান স্বাস্থ্যসম্মত নয়, লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই মিলছে না, আধুনিক শিক্ষা-যন্ত্রপাতির প্রকট অভাব রয়েছে। অপরদিকে, সেশনজট, সন্ত্রাস এসব বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে স্বাভাবিক পড়াশোনার পরিবেশ ও গতি। ওদিকে আবার বহু দাবি সত্ত্বেও বাড়ানো হচ্ছে না ছাত্রবৃত্তির হার। সাম্প্রতিক সেশনে ছাত্রবৃত্তিপ্রদান বন্ধ রয়েছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে যথেষ্ট আবাসিক ব্যবস্থা থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র অন্যরকম। দেখা যায় ঃ একটি হলের (জগন্নাথ হল) কামরায় যেখানে ৪টি বেডে ৪ জন ছাত্র থাকবার কথা, সেখানে ৫টি বেড বসানো হয়েছে এবং অপরিসর কক্ষে থাকছে ১৪ জন ছাত্র। ফলে 'ফ্লোরিং' করতে হচ্ছে। আর সব কামরার অবস্থা মোটামুটি একই রকম। জানা গেছেঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে (এস, এম, হল) সীট না পেয়ে প্রথম বর্ষের নতুন ছাত্ররা সন্নিকটস্থ হল মসজিদে রাত কাটায়। যে ছাত্রটি উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে মেধা-তালিকার ওপরে থাকে হলে তার সীট পেতে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে যার ফলাফল তেমন ভালো নয় সে ছেলেটিকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় সীট পেতে। সে তখন আবাসিক সুবিধা পাবার জন্যে ধরনা দেয় প্রভাবশালী কোন না কোন ছাত্র সংগঠনের নেতার কাছে। এই পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত সীট মিললেও ছাত্রটিকে নিজস্ব মত-বিরুদ্ধ সংগঠনের হয়ে নানা কাজ করতে হয়।

হলগুলোতে রান্নার মান খারাপ, কোন কোন হলের ডাইনিং ক্যান্টিনের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। এক শ্রেণীর ছাত্র, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আর্মস ক্যাডার' বলে পরিচিত, তারা ক্যান্টিনে খাবারের ব্যাপারে 'হাফ ফ্রি' 'ফুল ফ্রি' ডাইনিংশীপ সুবিধা পাচ্ছে; কিন্তু এ কারণে ক্ষতি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ ছাত্রদের, কেননা ক্যান্টিন ব্যবসায়ী এদেরই ওপর দিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে।

লাইব্রেরীতে বই সংকট তীব্র। এ সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট মেডিক্যাল, কমবেশি সর্বত্র। বুয়েটের ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'রেন্টাল লাইব্রেরী' থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভাড়ার বিনিময়ে কিছু বই পায়; কিন্তু অভিযোগ ঃ বেশিরভাগ বই অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় বইয়ের ফটোকপি করতে হয় এবং ছাত্রদের ব্যয় করতে হয় বাড়তি টাকাপয়সা। কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন বিভাগীয় লাইব্রেরীতে আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী সায়েন্স পত্রিকা নেই। বইয়ের অপ্রতুলতার কারণে [illegible] শিক্ষার্থীদের [illegible] ব্যয় [illegible] টাকা। যেমন [illegible] জানায়, ৪ বছরে বই ও বই ফটোকপি করার পেছনে তার ব্যয় হয়েছে আট হাজার টাকারও কিছু বেশি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীতে বুয়েটের মতো 'রেন্টাল' পদ্ধতি নেই, তবে ২ সপ্তাহের জন্যে হলের রুমে বই আনা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান অনুষদের লাইব্রেরীতে কিছু বই থাকলেও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে 'ধার দেয়ার মতো' যথেষ্ট বই নেই। নীলক্ষেত মার্কেটে বই ভাড়া পাওয়া যায়, এ সম্পর্কে বললো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়ন বিভাগের ছাত্র উত্তম কুমার রায়। সে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার জন্যে একটি এ্যালজ্যাবরা বই, যার দাম ৫০ টাকা, ১ সপ্তাহের জন্যে ভাড়া করে ১৫ টাকায়। এ বইটি লাইব্রেরীতে পাওয়া গেলে এ বাড়তি টাকা ব্যয় হতো না। এ ধরনের অনেক বই শিক্ষার্থীদের ভাড়া করে পড়তে হয়।

গত ১৪ বছর থেকে সরকারী বৃত্তি কোথাও বাড়েনি, বাড়েনি বুয়েট ও মেডিক্যালের কারিগরি বৃত্তি ১০ বছর থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বৃত্তির টাকা বেড়েছে, তবে তা খুবই সামান্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ৬শ' জন ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বৃত্তি পাচ্ছে মাসিক ১০০ থেকে ১৫০ টাকা হারে। গত ১ দশকে এ বৃত্তি বেড়েছে (প্রতি ছাত্রের জন্য) মাত্র ২৫ থেকে ৫০ টাকা। নিজস্ব বৃত্তির বাইরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪শ' ছাত্রছাত্রী সরকারী বৃত্তি পায় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা হারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৪ হাজার নামমাত্র অংকের বৃত্তি পাচ্ছে। অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তি পাচ্ছে শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ। বুয়েট মেডিক্যালে সবাই হয় সরকারী কিংবা কারিগরি বৃত্তি পায় মাসে ১০০ টাকা হারে। এটা অতি সামান্য। বৃত্তির টাকার অংক বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছে, ফল হয়নি। ৯০-এর ৭ই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলরদের এক সভায় ছাত্রবৃত্তি দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কিন্তু আজও তা কার্যকর হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের একটি 'গণরুম'। এই কামরাটিতে চারটি বেডে চারজন ছাত্র থাকবার কথা; কিন্তু থাকছে ১৪ জন, ফলে 'ফ্লোরিং' নিত্যরাতের ঘটনা। —সংবাদ